দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 07 MAY 1998
পৃঃ ২ কলাম ২

রাজনৈতিক রূপদানের চেষ্টা দুর্ভাগ্যজনক ॥ ইকবাল মাহমুদ

বুয়েটে অচলাবস্থা ॥ শিক্ষকরা শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে কোন আলোচনায় যাবেন না

ফজলুল বারী/তরিকুল ইসলাম

বুয়েটে অচলাবস্থা চলছেই। বুধবার দ্বিতীয় দিনের মতো দেশের সর্বোচ্চ প্রকৌশল বিদ্যাপীঠের একাডেমিক, প্রশাসনিক সব ধরনের কার্যক্রম বন্ধ থাকে। অচলাবস্থা নিরসনের জন্য বুধবার পর্যন্ত সরকারের তরফ থেকে কোন আনুষ্ঠানিক উদ্যোগের খবর পাওয়া যায়নি। শিক্ষক সমিতি শিক্ষামন্ত্রীর মঙ্গলবারের সংবাদ সম্মেলনের বক্তব্যের তীব্র (শেষ পৃষ্ঠা ৫ কঃ দেখুন)

বুয়েটে অচলাবস্থা

(প্রথম পাতার পর)

প্রতিবাদ করে সিদ্ধান্ত নিয়েছে তাঁরা শিক্ষামন্ত্রীর সাথে এ ব্যাপারে কোন আলোচনায় যাবেন না। সমিতির পক্ষে বুধবার প্রধানমন্ত্রীর এ্যাপয়েন্টমেন্ট চেয়ে পুনরায় আবেদন করা হয়েছে। উল্লেখ্য, শিক্ষক সমিতি এর আগে গত ১২ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রীর সাক্ষাত প্রার্থনা করে আবেদন জমা দিয়েছিল। পদত্যাগকারী উপাচার্য ডঃ ইকবাল মাহমুদ বুধবার জনকণ্ঠকে দেয়া এক একান্ত সাক্ষাতকারে তাঁর পদত্যাগের পূর্বাপর ঘটনাবলী বর্ণনা করেছেন। ডঃ মাহমুদ বলেন– প্রধানমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রীসহ অন্যরা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রমে অনৈতিকভাবে হস্তক্ষেপ করছিলেন। সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্ত নিয়ে সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে টেলিফোনে তাঁর সাথে দুর্ব্যবহার করা হয়। এমনকি শিক্ষামন্ত্রী সিন্ডিকেটের সভা চলাকালীন অবস্থায় একটি সিদ্ধান্ত নেবার জন্য টেলিফোনে চাপ দিচ্ছিলেন। ডঃ মাহমুদ বলেন, সরকারের সাথে সুসম্পর্ক, আস্থার সম্পর্ক ছাড়া কোন উপাচার্যের পক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ চালানো সম্ভব নয়। আমার মনে হয়েছে আমি আস্থা হারিয়েছি। তাই আর ওই দায়িত্ব আঁকড়ে থাকতে চাইনি। ব্যক্তিগতভাবে আমি নিজেও যথেষ্ট পরিশ্রান্ত, ঝামেলামুক্ত থাকতে চাই। ডঃ ইকবাল মাহমুদ বলেন, বুয়েটের অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থে আমি পদত্যাগ করেছি। পদত্যাগের পর সকল মহলের যে ভালবাসা পেয়েছি তা তুলনাহীন। সমস্যা কিভাবে নিরসন করা যায় তা নিয়ে সিনিয়র শিক্ষকদের সাথে তিনি আলোচনা করছেন। তবে তাঁর মতে শিক্ষামন্ত্রীর সংবাদ সম্মেলনের বক্তব্য পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটিয়েছে। বিশেষত পুরো বিষয়টিকে রাজনৈতিক রং দেবার চেষ্টা খুবই দুর্ভাগ্যজনক। ডঃ ইকবাল মাহমুদ বলেন, বুয়েটের শিক্ষকদেরও নিজস্ব রাজনৈতিক মত আছে। তবে কোন শিক্ষকই রাজনৈতিকভাবে বায়াসড নন। তাঁকে বিএনপি'র লোক হিসাবে চিহ্নিত করে শিক্ষামন্ত্রীর মন্তব্যকে ভিত্তিহীন উল্লেখ করে তিনি বলেন, এই একটি উক্তি থেকেই প্রমাণ করে তাঁর পক্ষে আর সরকারের আস্থা অর্জন সহজ নয়। ডঃ মাহমুদ বলেন, আমি কখনও উপাচার্য হতে চাইনি। আমার সাথে আলোচনা না করেই আমাকে উপাচার্য হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বার্থে দায়িত্ব নিয়ে সবাই মিলে সবকিছু সুন্দরভাবে চলছিল। আমরা নির্বাচন করেছি, একাডেমিক কার্যক্রমকেও সুন্দর গতিতে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছিলাম। কিন্তু আমাকেই খুবই বিব্রতকর একটি অবস্থায় দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে আসতে হলো। তিনি বলেন, এখন সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকেই উদ্যোগ নিয়ে কোথায় কোথায় ভুল হয়েছে তা খুঁজে বের করতে হবে। পরিবেশ তৈরি করে সমাধান বের করতে হবে দ্রুত। নতুবা ছাত্রছাত্রীদের বড় ধরনের ক্ষতি হয়ে যাবে।

ডঃ ইকবাল মাহমুদ বলেন, স্থাপত্য বিভাগের পরীক্ষার বিষয়টি হঠাৎ করে চাপিয়ে দেয়া ছিল না। একাডেমিক কাউন্সিল অনেক ক'টি বৈঠকে পর্যালোচনা করে এটা চূড়ান্ত করেছে। বুয়েটের

ডঃ ইকবাল মাহমুদ

একটি ঐতিহ্য ছিল শিক্ষকদের সমস্যায় কখনও ছাত্রদের জড়িত না করার। কিন্তু এবারেই প্রথম স্থাপত্য বিভাগের শিক্ষকরা এর সাথে ছাত্রছাত্রীদের জড়িত করেছেন। আমি স্থাপত্য বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের নিয়েও আলাদা বসেছি। ডঃ মাহমুদ বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব কিছু আইনকানুন আছে। শিক্ষামন্ত্রীকে তিনি এর সাথে জড়াননি। আগ বাড়িয়ে শিক্ষামন্ত্রীর সাথেও কথা বলতে যাননি। স্থাপত্য বিভাগের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষকরাই তাঁর কাছে গেছেন। ১০ মার্চ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে বৈঠকে ঠিক হয় পরীক্ষা এবার নতুন পদ্ধতিতেই হবে। কিন্তু ক্যাম্পাসে ফিরে গভীর রাত পর্যন্ত বৈঠক করে স্থাপত্য বিভাগের শিক্ষকরা এই সমঝোতা থেকে পিছিয়ে যান। ১৫ মার্চ ১৫ জন শিক্ষক একযোগে পদত্যাগ করেন। ১৬ মার্চ সিন্ডিকেটের সভা থেকে পদত্যাগকারীদের আলাদা চিঠিতে পদত্যাগ সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানাতে বলা হয়। সিন্ডিকেট চেয়েছিল তাঁরা যদি আলাদা চিঠিতে আগের সিদ্ধান্ত ঠিক ছিল না, প্রত্যাহার করছি এই কথাগুলো এক-দুই লাইনে লিখে দেন তাহলে সিন্ডিকেট তাঁদের আবেদন গ্রহণ করে নেবে। কিন্তু ১৩ জন শিক্ষক এটা সরাসরি না করে একটি চিঠির সাথে নানা বক্তব্যসহ জবাব পাঠালে সিন্ডিকেট তা স্বাভাবিকভাবে নেয়নি। ওই অবস্থায় ২৮ মার্চের ভর্তি পরীক্ষা নিয়ে আমরা চিন্তিত হই। পুলিশের পক্ষে বলা হয়, তারা পরীক্ষা নির্বিঘ্ন করার ব্যবস্থা করতে পারবে। আমি যাতে বিষয়টি প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে আগে জানিয়ে রাখি। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাত করতে গেলে তিনি সহযোগিতার আশ্বাস দেন। চ্যান্সেলর, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে সাক্ষাত করতে গিয়ে তাঁকে পুরো বিষয়টি বুঝিয়ে বলি। ছাত্রছাত্রীদের অনশনের কথা বলি। ২২ মার্চ ওই সাক্ষাতের সময় প্রধানমন্ত্রী বলেন, কোন সমস্যা থাকবে না।

ডঃ ইকবাল মাহমুদ বলেন, ২৩ তারিখ সকালে প্রধানমন্ত্রীর অফিস থেকে আবার ফোন আসে। বলা হয়, ২৩ তারিখে কয়েকজন সিনিয়র শিক্ষককে নিয়ে যাবার জন্য। প্রধানমন্ত্রী আরও আলোচনা করতে চান। আমরা ২৩ তারিখে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় সেখানে [illegible] শিক্ষকও উপস্থিত আছেন। আমার মনে হলো [illegible] প্রধানমন্ত্রীর সাথে এ ব্যাপারে আলোচনা করেছেন। [illegible] আগেই বা বলার চেষ্টা করলেন তা [illegible] দিতে হবে, নতুন পরীক্ষা হবে ইত্যাদি [illegible] তাহলে শিক্ষামন্ত্রীর ও [illegible]

(১২ পৃষ্ঠা ৩-এর কঃ দেখুন)

বুয়েটে অচলাবস্থা

(১২-এর পৃষ্ঠার পর)

সমঝোতার কি হবে। সেই সমঝোতা অনুসারেই আমরা কাজ চালিয়ে যাচ্ছি। ১৩ শিক্ষকের একজন সেখানে বললেন, আমরা সিন্ডিকেটের শাস্তির ধার ধারি না। আমরাতো পদত্যাগই করেছি। প্রধানমন্ত্রী সবশেষে ৩ দফা সমঝোতার কথা বললেন। এতে ছিল পরীক্ষা একাডেমিক কাউন্সিল প্রবর্তিত নিয়মেই এবারে হবে। আগামী পরীক্ষার জন্য গঠিত কমিটি সিদ্ধান্ত দেবে এবং আলাদা স্থাপত্য ইনস্টিটিউট স্থাপন করা হবে। এরপর ২৮ মার্চ ভালোভাবে পরীক্ষা হয়। ঈদের ছুটির কারণে ক্যাম্পাস বন্ধ থাকে। এর মাঝে আমি ব্যক্তিগতভাবে সেই ১৩ শিক্ষকের সাথে যোগাযোগের জন্য আমার পাঁচ বছরের সিনিয়র ডঃ নজরুল ইসলামসহ তিনজনকে দায়িত্ব দেই। সিন্ডিকেটের কথামতো তাঁদের কাছ থেকে দুই তিন লাইনের অভিন্ন ভাষার পৃথক পৃথক চিঠির চেষ্টা করে যাচ্ছিলাম। কিন্তু আমার সব উদ্যোগ ব্যর্থ হয়। ২৮ এপ্রিল সিন্ডিকেটের সভায় ১৩ জনের চিঠি অগ্রাহ্য করে তাঁদের পদত্যাগপত্র গ্রহণের সিদ্ধান্ত হয়। সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে সেদিনই টেলিফোন করে সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্তের জন্য আমার সাথে দুর্ব্যবহার করা হয়। পরে শুনেছি সেদিন সেই টেলিফোনের সময় সেখানে কয়েকজন স্থপতিও উপস্থিত ছিলেন।

ডঃ ইকবাল মাহমুদ বলেন, সিন্ডিকেটের সেই সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত ছিল না। ১৩ শিক্ষকের আবার আবেদনের সুযোগ রাখা হয়েছিল। তাছাড়া আবেদন করলে ভিসির ক্ষমতাবলে পরের দিনই আমি তাঁদেরকে চাকরির ধারাবাহিকতা রক্ষা করে এডহক ভিত্তিতে নিয়োগ দিতে পারতাম। বুয়েটে এমন অনেক নজির আছে। এভাবে নিয়োগপ্রাপ্তরা বুয়েটের ভিসি, ডীন পর্যন্ত হয়েছেন। ২৮ এপ্রিল অপমানকর একাধিক টেলিফোন পাবার পর আমি বিরক্ত হয়ে পদত্যাগের চিন্তা করি। কিন্তু সিনিয়র শিক্ষকরা আমাকে সিদ্ধান্ত থেকে বিরত করেন। ৩ মে'র সিন্ডিকেটের সভাকে কেন্দ্র করে ঘটে চূড়ান্ত ঘটনাবলী। বুয়েটের বাইরের ৬ সদস্য সেখানে মন্ত্রীর সাথে বৈঠক করে আসেন। তাঁরা একটি চিঠির কথা বলে এজেন্ডা বহির্ভূতভাবে ১৩ শিক্ষকের বিষয়ে আলোচনার জন্য চাপ দেন। সিন্ডিকেটের অন্য সদস্যরা আপত্তি করলেও চেয়ারম্যান হিসাবে আমি সিদ্ধান্ত দিয়ে বলি, এ ব্যাপারে আলোচনা হবে। কিন্তু সমস্ত রীতিনীতি ভঙ্গ করে সেই সভাতেই টেলিফোন করেন শিক্ষামন্ত্রী। পর পর দু'বার টেলিফোন করে তিনি জানতে চান বিষয়টি নিয়ে আলোচনা সিদ্ধান্ত হচ্ছে কি না। সিন্ডিকেট সেই চিঠিকে তাদের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার আবেদন বলে গ্রাহ্য করেনি। তবে সিদ্ধান্তে বলেছে, আবার তাঁরা যথারীতি আবেদন করলে তা পুনর্বিবেচনা করা হবে। এরপর শিক্ষামন্ত্রী আমাকে ফোনে দুর্ব্যবহার করে বলেন, আমি নাকি প্রতিহিংসামূলককাজ করেছি। ৪ মে সকালে প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা ডাঃ এমএ. মালেক আমাকে ফোন করে জানতে চান সিন্ডিকেটের সভায় কেন বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করা হয়নি। 'আপনি কি বলেন আর কি করেন' বলে বিরক্তি প্রকাশ করেন ডাঃ মালেক। ডঃ ইকবাল মাহমুদ বলেন, এই একটি সমস্যা নিয়ে আমি খুবই চাপের মধ্যে ছিলাম। এর ওপর বাইরের অযাচিত হস্তক্ষেপে মনে হয় বোঝার ওপর শাকের আঁটির মতো। এর প্রেক্ষিতে আমি পদত্যাগের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেই। সিনিয়র শিক্ষকরাও আমার সিদ্ধান্তকে সমর্থন করেন। পদত্যাগ করে বাসায় ফিরে যাবার পর [illegible] সাথে ফোনে কথা [illegible] শিক্ষাসচিব [illegible] উদ্দিন আহমদ আমাকে ফোন করে বলেছেন, শিক্ষামন্ত্রী নাকি আমার সাথে চা খেতে চান। ডঃ মাহমুদ বলেন, পদত্যাগের পর বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য সরকারের তরফ থেকে কোন আনুষ্ঠানিক আমন্ত্রণ পাইনি। শিক্ষামন্ত্রীর সংবাদ সম্মেলনের বক্তব্যের পর এব্যাপারে আর আগ্রহও বোধ করছি না। তবে তিনি বলেন, সরকারের শীর্ষ পর্যায় থেকেই এ বিষয়ে সমাধানের উদ্যোগ নিতে হবে। বুয়েটের সকল শিক্ষক, কর্মকর্তা, ছাত্রছাত্রী, কর্মচারীর সেন্টিমেন্ট বুঝতে হবে। এসব না করে বিষয়টিকে রাজনৈতিক রঙ দেবার প্রয়াসকে তিনি দুর্ভাগ্যজনক বলে অভিহিত করেন। ডঃ ইকবাল মাহমুদ বুধবার বিকালে জনকণ্ঠকে এই সাক্ষাতকারটি দেন বুয়েটের কেমিকৌশল বিভাগের তাঁর সাবেক অফিসে। গতকাল তিনি উপাচার্যের অফিসে গিয়ে তাঁর ব্যক্তিগত কিছু বইপত্র নিয়ে আসেন। তার পর বিকাল ৫টা পর্যন্ত কেমিকৌশল বিভাগেই ছিলেন।

এদিকে শিক্ষামন্ত্রী এএসএইচকে সাদেক, গত মঙ্গলবার সংবাদ সম্মেলনে বুয়েট পরিস্থিতি সম্পর্কে যে বক্তব্য দিয়েছেন, তার নিন্দা জানিয়েছে বুয়েট শিক্ষক সমিতি। শিক্ষক সমিতি বলেছে, বুয়েটের বর্তমান পরিস্থিতিকে মিথ্যা রাজনৈতিক চরিত্র আরোপ করে শিক্ষামন্ত্রী প্রকৃত সত্যকে ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা করেছেন। গতকাল বুধবার বুয়েট শিক্ষক সমিতির এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী বুয়েটের ভিসি ডঃ ইকবাল মাহমুদের ভাবমূর্তিকে ক্ষুণ্ণ করে অসত্য রাজনৈতিক চিহ্ন আরোপের চেষ্টা করেছেন– যা বুয়েটের শিক্ষকদের জন্য মানহানিকর। বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, বুয়েটের শিক্ষকরা কোন রাজনৈতিক দলের সাথে সংশ্লিষ্ট নন এবং শিক্ষকদের দলীয় রাজনীতি থেকে দূরে রাখার জন্য তাঁরা সব সময়ই সচেষ্ট– যা দেশবাসী সম্পূর্ণভাবে অবগত। শিক্ষামন্ত্রী বুয়েটের শিক্ষকগণের সততা ও বিশ্বস্ততা সম্পর্কে যে ধৃষ্টতামূলক ও অবমাননাকর বক্তব্য রেখেছেন তার নিন্দা জানানোর ভাষা শিক্ষকদের জানা নেই। সর্বোচ্চ ডিগ্রীধারী নিবেদিতপ্রাণ ও সর্বজন শ্রদ্ধেয় শিক্ষাবিদগণকে "পাগল" ও "মোক্তার" বিশেষণে ভূষিত করে শিক্ষামন্ত্রী দেশ ও নির্বাচিত সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করেছেন বলে প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ হয়েছে। বুয়েট পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার জন্য বুয়েটের শিক্ষকগণ সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করেছেন।